PRESS RELEASE

"Training in arbitration will contribute towards economic development of the country" said Barrister Shafique Ahmed

Thursday 31 October 2013

Efficient dispute resolution mechanism in the country boosts confidence of businessmen and investors and helps economic development of the country. As we have dearth of qualified manpower trained in ADR methods specially arbitration, training programme in arbitration is vital and critical, said Law Minister Barrister Shafique Ahmed. He was speaking as chief guest at the Closing Ceremony of two-week long training programme in Arbitration organised by Bangladesh International Arbitration Centre, in Collaboration with International Law Institute (ILI), Washington DC from 20-31 October 2013 at Ruposhi bangle Hotel.

Law Minister stated that the Government is sincere and committed to seeing that cases are resolved as soon as possible. He stated that he was already in touch with Government departments to ensure that they use BIAC facilities for resolving their disputes. BIAC has already set very high standards, which will attract domestic and foreign investors. He complimented the trainees and stated that their participation will assist their companies in settling disputes out of courts.

Welcoming the guests, the BIAC Chief Executive Toufiq Ali stated that the trainees from the corporate houses and banks will go back to their companies and advise them in the modern methods of dispute settlement – through arbitration and mediation. BIAC is ready to support companies in the settlement of business disputes.

Kyle Kelhofer, Country Director of IFC said that the IFC is delighted to support BIAC as a most effective institution. Arbitration and mediation through BIAC will reduce the cost of doing business in Bangladesh. Carlos Davila of the International Law Institute (ILI) complimented BIAC for choosing trainees who are very committed. A representative of the participants, Shahrina M Choudhury thanked BIAC for arranging the training programme in arbitration.

H.E. Ambassador William Hanna, Head of EU Delegation, stated that the EU is working in three broad areas: trade, development, and democracy and institution-building. He was delighted that the EU support to BIAC is turning out to be effective. He also hoped that Bangladesh will soon be able to climb out of the LDC category.

While presiding over the concluding ceremony, Rokia A. Rahman, President MCCI observed that Bangladesh Courts are languishing with stockpile of cases. Our court system is not business friendly. In such a situation, BIAC is trying to facilitate a business-friendly method of dispute resolution by creating physical infrastructure and training manpower in arbitration. She thanked EU and IFC for extending support to BIAC, and to ILI for training.

Eighty trainees, in two group of forty each, from different professions participated in the training programme which was divided into two parts: Basic and Advanced. At the end of the programme, participants were assessed and certificates were distributed.

বিয়াক প্রেস রিলিজ **৩১ অক্টোবর ২০১৩**

সালিসী বিষয়ে সক্ষমতা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে- আইন মন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ।

বৃহস্পতিবার ৩১ অক্টোবর ২০১৩ :

বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থা ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীগণের আস্থা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, যা চূড়ান্ত বিশ্লেষনে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। যেহেতু আমাদের দেশে আরবিট্রেশন বিষয়ে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবলের ঘাটতি রয়েছে, এ বিষয়ে সক্ষমতা অর্জন আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জরুরী, বলেন আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ।

তিনি আজ অপরাহ্নে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) কর্তৃক ২০-৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আয়োজিত দুই সপ্তাহ ব্যাপী আরবিট্রেশন প্রশিক্ষন কর্মসূচীর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষন প্রদান করছিলেন। এ কর্মসূচী আয়োজনে কারিগরী সহায়তা প্রদান করে ওয়াশিংটন ডিসিস্থ ইন্টারন্যাশনাল ল ইন্সস্টিটিউট (আই এল আই) এবং সমর্থন প্রদান করে বিশ্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (আই এফ সি)।

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বলেন যে সরকার মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি বিষয়ে অত্যন্ত আন্তরিক ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আরও বলেন যে তিনি ইতিমধ্যে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানকে বিরোধ নিষ্পত্তি বিষয়ে বিয়াক এর আরবিট্রেশন ও মেডিয়েশন সুবিধাদি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। বিয়াক ইতোমধ্যে উন্নতমানের সুবিধাদি সৃষ্টি করছে, যা দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীগণকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হবে। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের ধন্যবাদ জানান তাঁদের অবদানের ফলে তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ লাভবান হবে বলে মন্তব্য করেন।

আইএফসির কান্ট্রি ডিরেক্টর কাইল কেল হফার বিয়াককে একটি অত্যন্ত কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে উল্লেখ করে বলেন যে বিয়াক-এ আরবিট্রেশন ও মেডিয়েশন পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি বাংলাদেশের ব্যবসা পরিচালনার ব্যয় হ্রাসে ভূমিকা রাখবে। ইন্টারন্যাশনাল ল ইন্সস্টিটিউট এর প্রতিনিধি কার্লোস ডাভিলা অত্যন্ত ধীমান প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করায় বিয়াকের প্রশংসা করেন। প্রশিক্ষনার্থিদের একজন প্রতিনিধি শাহরীনা এম চৌধুরী আরবিট্রেশন বিষয়ে উচ্চমানের প্রশিক্ষনের বন্দোবস্ত করায় বিয়াককে ধন্যবাদ জানান।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের হেড অব ডেলিগেশন এ্যাম্বেসেডর উইলিয়াম হানা বিশেষ অতিথির ভাষনে বলেন বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বানিজ্য, উন্নয়ন ও গনতন্ত্র এই তিনটি বিষয়ে সহায়তা প্রদান করছে। তিনি বিয়াককে প্রদত্ত ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এর সমর্থন কার্যকর ও ফলপ্রসু হওয়ায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন শীঘ্রই স্বল্প উন্নত দেশের তালিকা হতে বাংলাদেশের উত্তরন ঘটবে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেট্রোপলিটান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রীর সভাপতি রোকিয়া এ রহমান। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন বাংলাদেশের আদালতসমূহ মামলায় ভারাক্রান্ত। আমাদের আদালত সমূহ ব্যবসা বান্ধব নয়। এ পরিস্থিতিতে বিয়াক ব্যবসা বান্ধব বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি অনুসরন ও এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টিতে মূল্যবান অবদান রাখছে। তিনি বিয়াককে সমর্থন প্রদানে ইউবোপীয় ইউনিয়ন ও আইএফসির ভুমিকার প্রশংসা করেন।

বিভিন্ন পেশার সর্বমোট আশিজন প্রশিক্ষনার্থী দুই ভাগে এ প্রশিক্ষন কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করেন। প্রশিক্ষন শেষে প্রশিক্ষনার্থীগনের মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয় এবং সার্টিফিকেট বিতরন করা হয়।